দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...07 AUG 1989...
...... 4 ......

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

সংবাদ

ঢাকা : সোমবার, ২৩শে শ্রাবণ ১৩৯৬

জিম্মি কলেজ, পলাতক নিরাপত্তা

অস্ত্রধারী কিছু 'ছাত্রে'র হাতে জিম্মি ঢাকার সরকারী কবি নজরুল কলেজ। শিক্ষকরা আতঙ্কিত; অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ প্রাণের ভয়ে কলেজ যাওয়া ছেড়েছেন বেশ কিছুদিন। সম্প্রতি শিক্ষক পরিষদের সভা ডেকে অধ্যক্ষ কলেজটি এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছেন। এবং এক সপ্তাহ পরের কথা ভেবে শিক্ষক-শিক্ষিকারা ধরনা দিয়েছেন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা মহাপরিচালক ও উর্ধ্বতন পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে। দাবী তাঁদের একটিই, নিরাপত্তা চাই।

এই নিরাপত্তা জিনিসটিরই অধুনা দারুণ অভাব দেখা দিয়েছে সর্বত্র। ভিখারুননেসা স্কুলের অধ্যক্ষা জানিয়েছেন, তাঁর স্কুলের আশেপাশে সশস্ত্র ছিনতাইকারীদের কবলে পড়েছেন বহু শিক্ষিকা ও অভিভাবিকা। তিনি পুলিশ পাহারা চেয়েও পাননি। পুলিশ কর্তৃপক্ষ অবশ্য দাবী করেছেন দু'জন পুলিশ কনস্টেবল নিয়োজিত ছিলেন টহলদানের কাজে। পুলিশ পাহারা ছিল কি ছিল না তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে, তবে থাকলেও সে ব্যবস্থা যে পর্যাপ্ত ছিল না তা তর্কাতীতভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে সগিরা মুর্শেদের নির্মম হত্যাকাণ্ড। এখন অবশ্য সে স্কুলের আশেপাশে পুলিশ দেখা যাচ্ছে প্রতিদিনই, যদিও এ ব্যবস্থা কতদিন বহাল থাকবে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে।

কবি নজরুল কলেজের সমস্যাটি ভিন্ন ধরনের। ভিখারুননেসা স্কুলের মতো এখানকার সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা বহিরাগত নয়, তারা সে কলেজেরই ছাত্র। শুধু ছাত্র নয়; তাদের কেউ কেউ সে কলেজের ছাত্র সংসদের কর্মকর্তা, যদিও সাধারণ ছাত্রদের অবাধ ভোটে নির্বাচিত বলে দাবী করা কঠিন, কেননা ছাত্রদের ভোটও সেখানে অস্ত্রধারীদের হাতে জিম্মি। পত্র-পত্রিকার খবরে যতটা জানা যায়, এই 'ছাত্রনেতারা' আগেও এই কলেজের ছাত্র ছিল, কিন্তু তাদের দুর্বৃত্তপনার দরুন কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের বহিস্কার করেন। পরে ক্ষমতাশালী মহলের সুপারিশে বা চাপে আবার ভর্তি করতে হয়। ভর্তি হওয়া ও ছাত্র সংসদ দখল করার পর তাদের উপদ্রবে কলেজ কর্তৃপক্ষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেন, কিন্তু প্রভাবশালী মহলের ছত্রছায়ার দরুন প্রতিকারের উদ্যোগ নিতে পারেননি। জোর করে অধ্যক্ষের কাছ থেকে বিভিন্ন অজুহাতে টাকা আদায়, অধ্যক্ষকে অপমান ও মারধর করা—কোন কিছুই বাকী রাখেনি তারা। সম্প্রতি পুলিশ, ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদককে গ্রেফতার করলে দুর্বৃত্তরা কলেজ চালানো অসম্ভব করে তোলে।

শুধু কলেজে নয়, গোটা এলাকায়ই তারা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। বলপূর্বক চাঁদা আদায়, মস্তানি, প্রকাশ্যে অসামাজিক কার্যকলাপ চালানো তাদের নিত্যদিনের কাজ। পুলিশ দেখেও দেখে না, অভিযোগ জানিয়েও প্রতিকার পাওয়া যায় না।

কলেজ-কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে ছাত্র সংসদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় সংসদ বাতিল এবং সংসদের সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ চারজনকে বাধ্যতামূলক ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের আশংকা কলেজ খুললেই অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হবে—তাই নিরাপত্তার দাবীতে ধরনা দিয়েছেন শিক্ষা দপ্তর ও পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে।

শিক্ষা দপ্তর ও পুলিশ কর্তৃপক্ষ এখন কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তারই উপর নির্ভর করছে কলেজটি সুষ্ঠুভাবে চলবে কি চলবে না, ছাত্ররা কলেজ খোলার পর স্বাভাবিকভাবে ক্লাস করতে পারবে কি পারবে না, শিক্ষক-শিক্ষিকারা মান-সম্মান নিয়ে শিক্ষাদান করতে পারবেন কি পারবেন না, অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নির্বিঘ্নে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন কি পারবেন না। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও ভেবে দেখুন কী তাদের কাম্য—কলেজটি ভালভাবে চলুক, না কি সরকারী দলের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পোষা মস্তানদের লাই দিয়ে কলেজটি উচ্ছন্নে যাক।

উল্লেখ করা দরকার যে, এ ধরনের সমস্যা কবি নজরুল কলেজের একার নয়। আরও বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কমবেশী একই ধরনের সমস্যার শিকার। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছাড়াই ভর্তি, পরীক্ষায় নকলের সুবিধা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উচ্ছৃঙ্খলতা, অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের সঙ্গে বেয়াদবি, গুণ্ডামি-মস্তানি—হেন অনিয়ম নেই যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে হরহামেশা মোকাবিলা না করতে হচ্ছে। মস্তানদের সঙ্গে যদি সরকারী দলের যোগসূত্র থাকে তাহলে তো কথাই নেই, বাধা দিতে গেলে অপমান-অসম্মান জানের ভয় তো আছেই, তার ওপর খোদ অধ্যক্ষকেই হয়ত রাতারাতি বদলি হয়ে যেতে হবে বান্দরবন কিম্বা তেঁতুলিয়ায়। বিষয়টা আর উপেক্ষা করার পর্যায়ে নেই, গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাক এটা না চাইলে সরকারকে দৃঢ় হাতে এর প্রতিকারে এগিয়ে আসতে হবে। পুলিশকে যেমন ছাত্র-শিক্ষকদের নিরাপত্তা বিধানে সক্রিয় হতে হবে তেমনি সরকারকেও স্বদলীয় প্রভাবশালীদের নিরস্ত করতে হবে দুর্বৃত্তদের মদদ দান থেকে।